# পিলখানায়
# পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড

# পিলখানায় পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড

**জেনারেল মইন ইউ আহমেদ** (অব.)

বিক্রয় কেন্দ্র
**এশিয়া পাবলিকেশনস**
৩৮/২ক, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট, ৩য় তলা, ঢাকা ১১০০

## উৎসর্গ

পিলখানায় নিহত
সকল শহিদ ও
তাঁদের পরিবারবর্গকে

# প্রাককথন

২০০৬ সালের শেষদিকে বাংলাদেশে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ১২ জানুয়ারি ২০০৭-এ নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জাতিকে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, বিশ্বাসযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন উপহার দেওয়া। উদ্দেশ্যটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সক্রিয়ভাবে সহায়তা করে। সকল বাধা ও প্রতিকূলতা অতিক্রম করে ২৯ ডিসেম্বর, ২০০৮ তারিখে প্রতিশ্রুত জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ৬ জানুয়ারি, ২০০৯ তারিখে নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

নির্বাচনের পর থেকেই আমি অবসরে যাবার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এরই মধ্যে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে দেশে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো এক ঘটনা ঘটে গেল। পিলখানায় সংঘটিত পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সরকার ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে আগাম কোন তথ্য ছিল কিনা তা জানা নেই তবে সেনাবাহিনী এবং বিডিআর প্রশাসন কিছুই জানত না। অনাকাঙ্ক্ষিত এ ঘটনায় বিডিআর এর ৫৭ জন চাকুরিরত চৌকশ সেনা অফিসারসহ মোট ৭৪ জন নিহত হন। এ বছর বিডিআর বিদ্রোহের ১৬ বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের জনগণ, বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এখনও অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছে। কেন এ বিদ্রোহ? কেন নিরপরাধ সেনা অফিসারদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো? বিডিআর-এর বাইরের কেউ কি এর সাথে জড়িত ছিল? কেন সেনাবাহিনী পিলখানায় অভিযান পরিচালনা করেনি? বিদ্রোহের পেছনে কারও প্ররোচনা ছিল কি?

এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। একটি সরকারের পক্ষ থেকে, অপরটি সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে।



বিভিন্ন কারণে এই তদন্ত কমিটিদ্বয় অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়নি। তবে কমিটিদ্বয় এসব প্রশ্নের উত্তর উদ্‌ঘাটন করতে আলাদা তদন্ত করার জন্য সুপারিশ করে। আমি গ্রন্থটিতে আমার প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কিছু প্রশ্নের জবাব তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশিত, বিশেষ করে স্যোশাল মিডিয়ায় প্রচারিত, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা ও ভুল তথ্যের এবং কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের অসত্য, ভুল তথ্যকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছি। উদাহরণস্বরূপ, সেনাপ্রধান বিদ্রোহ সম্বন্ধে আগে থেকে জানতেন, তথ্যটি যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমাদের দেশের কিছু নেতা নিজেদের অক্ষমতা, ত্রুটি, অদক্ষতা অন্যের ওপর চাপিয়ে নিজেকে পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করেন। কথায় আছে কাউকে যদি ধ্বংস করতে হয়, তবে তাকে একটি খারাপ নাম দাও এবং মিথ্যা প্রচার করতে থাকো; সে ধ্বংস হয়ে যাবে। এ কারণেই সত্য প্রকাশের স্বার্থে এ গ্রন্থটি লেখার সিদ্ধান্ত নিই। আশা করি, পাঠকগণ গ্রন্থটিতে অনেক অজানা ও অভ্রান্ত নতুন তথ্য পাবেন।

সুদূর আমেরিকায় বসে বাংলায় গ্রন্থটি রচনা করা মোটেই সহজ নয়। বাংলায় কম্পোজ করার মতো দক্ষ কাউকে খুঁজে বের করাই যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। এছাড়া, অধিকাংশ পেশাদার সেনা অফিসারের ন্যায় আমারও সাহিত্যজ্ঞান সীমিত। ফলে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত অসংখ্য ঘটনাপঞ্জির বিবরণ তুলে ধরার জন্য যে দক্ষতা প্রয়োজন, তা আমার নেই। এ কাজে সাহায্য করার মতো এখানে কাউকে পাইনি। গ্রন্থটি রচনায় যাঁরা আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ; বিশেষ করে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুশফিকুর রহমান এসপিপি, পিএসসি (অব.)। গ্রন্থটি পাঠ করে এর বিন্যাস ও মানোন্নয়নের জন্য মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন বিধায় আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আরো কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি জনাব এম এম আহাদকে (নিউইয়র্ক প্রবাসী), যিনি গ্রন্থটি আমেরিকায় থেকে কম্পোজ করেছেন। বইটি লেখার ব্যাপারে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন মোঃ জাবেদ খসরু (নিউইয়র্ক প্রবাসী)। আমি তাঁকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এশিয়া পাবলিকেশনস এর স্বত্বাধিকারী জনাব ইসমাইল হোসেন বকুল গ্রন্থটি প্রকাশ করায় আমি তাঁর কাছেও

কৃতজ্ঞ। সবশেষে আমার স্ত্রী নাজনীন আহমেদ এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনুপ্রেরণা না পেলে গ্রন্থটি হয়তো লেখাই হতো না। এজন্য তাদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আমার বইটি প্রকাশের মাধ্যমে অন্য বিষয়ে মত প্রকাশের সুযোগ নিচ্ছি। এজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। জনাব প্রণব মুখার্জী `The Coalition Years' বইতে আমার সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা মোটেও সত্য নয়। ০৯ অক্টোবর ২০২০ সালে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ঠিকানায়' আমার লেখা প্রতিবাদটি মুদ্রিত হয়। একই প্রতিবাদ ঢাকার দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করতে বিফল হই। তাই পাঠকদের জ্ঞাতার্থে প্রতিবাদটি ক্রোড়পত্র 'খ'- তে সংযোগ করা হলো। ১৯ মার্চ ২০১৯ সালে উমরাহ পালনের পর ৬ দিনের জন্য ভারতে গমন করি এবং জনাব মুখার্জীর সাথে এ ব্যাপারে কথা বলতে চাই। জনাব মুখার্জীর একজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি জনাব বুয়াদা (নামটি যতদূর মনে পড়ে) কথা বলে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু তিনি বিভিন্ন ব্যস্ততা দেখিয়ে আমাকে এড়িয়ে যান। তিনি হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন আমি তাঁকে আমার সম্বন্ধে তাঁর বইতে লেখার ব্যাপারে প্রশ্ন করব। আমি আজও বুঝতে পারিনি, তাঁর মতো একজন নেতার কেন এ মিথ্যার আশ্রয় নিতে হলো!

সকল শ্রেণির পাঠকদের জন্য আমার আন্তরিক শুভকামনা। সকলের জীবন শান্তিময় হোক। পরিশেষে আমি বিডিআর বিদ্রোহে সকল শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি এবং তাঁদের পরিবারবর্গের মঙ্গল কামনা করি। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের সহায় হোন।

**জেনারেল মইন ইউ আহমেদ (অব.)**

# সূচিপত্র


- সূচনা/১৩
- বিডিআর (বিজিবি)-এর উন্মেষ ও ক্রমবিকাশ/১৭
- বিডিআর (বিজিবি)-এর কমান্ড কাঠামো ও সংগঠন/২৭
- রঙীন ছবি/৩৩
- ২৫ ফেব্রুয়ারিরবিদ্রোহের পরিকল্পনা/৪১
- গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ব্যর্থতা/৪৭
- বিদ্রোহের কলঙ্কিত দিনগুলো/৫২
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ত্বরিত কার্যব্যবস্থা/৬৭
- রঙীন ছবি/৭৩
- সেনাবাহিনীর আক্রমণের সম্ভাব্য পরিণতি/৯২
- গণপলায়ন, গ্রেপ্তার ও আত্মসমর্পণ/৯৯
- অফিসারদের উত্তেজনা এবং শান্ত করার উদ্যোগ/১০৩
- নিহত অফিসারদের পরিবারবর্গের পুনর্বাসন/১৩৪
- সেনাপ্রধানের অগ্নিপরীক্ষা/১৪০
- সরকার ও সেনাবাহিনীর তদন্ত প্রতিবেদন/১৪৯





- বিদ্রোহের অনুদঘাটিত ও কথিত কারণ এবং কিছু কথা/১৬২
- বিদ্রোহের পরিণতি : লাভ-ক্ষতির খতিয়ান/১৭৩
- উপসংহার/১৮০
- তথ্য সূত্র/১৯১
- পিলখানায় শহিদ সেনা সদস্যদের পরিচিতি (ক্রোড়পত্র-ক)/১৯৩
- প্রতিবাদ (ক্রোড়পত্র-খ)/২০৬

# সূচনা

২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় সংঘঠিত পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞ বাংলাদেশের ইতিহাসে এক জঘন্যতম অধ্যায়। এ দু'দিনে একটি সুসংগঠিত আধা-সামরিক বাহিনীর বিপথগামী সদস্যরা তাদের ঊর্ধ্বতন নিরস্ত্র সামরিক অফিসারদের নির্বিচারে হত্যা করে। তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অমানুষিক নির্যাতন করে, বাসাবাড়ি লুণ্ঠন করে। এমনকি তাদের বাসাবাড়ি ও ব্যক্তিগত গাড়িতে আগুন ধরিয়ে ধ্বংস করে। একই বাহিনীতে কর্মরত অফিসারদের প্রতি তাঁদের অধীনস্থদের প্রতিহিংসার এমন নজিরবিহীন ও নগ্ন বহিঃপ্রকাশ পৃথিবীর অন্য কোথাও ঘটেছে বলে আমাদের জানা নেই। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ন'মাসে (দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুসহ) শহিদ হন ৫৫ জন অফিসার। আর পিলখানায় দু'দিনে নিহত হন ৫৭ জন চাকুরিরত চৌকশ সেনা অফিসারসহ মোট ৭৪ জন। এ বিদ্রোহ যে শুধু কিছু দাবি আদায়ের জন্য সংঘটিত হয়েছিল, তা আমি বিশ্বাস করি না। নজিরবিহীন নৃশংসতা ও সন্ত্রাসের উদ্দেশ্য ছিল সুদূরপ্রসারী। পরিকল্পনাকারীদের উদ্দেশ্য ছিল সামরিক বাহিনী ও আধা-সামরিক বিডিআর বাহিনীর মধ্যে সংঘাত সৃষ্টির মাধ্যমে বাহিনীসমূহকে বিভক্ত ও দুর্বল করা। দেশে একটি অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণকে বিভক্ত করা এবং আত্মঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেওয়া। এভাবে বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর ও ব্যর্থরাষ্ট্রে পরিণত করে অতীত পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়া। সরকার ও গোয়েন্দা কার্যালয়সমূহ যদি বিদ্রোহের পূর্বেই সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ



করত, তাহলে বিদ্রোহটি পরিকল্পনা পর্বেই দমন করা সম্ভব হতো। এছাড়া, বিদ্রোহ শুরু হওয়ার সাথে সাথেই সরকার যদি সময়ক্ষেপণ না করে ত্বরিত গতিতে বিদ্রোহ দমনে নির্দেশ প্রদান করত, তাহলে জীবন এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমানো যেত। তবে এ হত্যাকাণ্ড নিয়ে বিভিন্ন মহলে সৃষ্ট ধারণা আমাদের জাতীয় জীবনে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে।

কেউ কেউ মনে করে, 'বিডিআর বিদ্রোহে ভারতের হাত ছিল', কারণ তারা রৌমারীর বেরুবাড়ীতে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ২০০১ সালের ১৫ এপ্রিলে ভারতীয় বিএসএফ রৌমারী এলাকার বেরুবাড়ী বিওপি আক্রমণ করতে গিয়ে তৎকালীন বিডিআর -এর কাছে করুণভাবে পরাজিত হয়। তারা ১৬টি লাশ এবং অনেক অস্ত্র ও গোলাবারুদ বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ফেলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। কিছু কিছু প্রত্যক্ষদর্শী মনে করেন বিদ্রোহটির সাথে ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনী নিবিড়ভাবে জড়িত। বিদ্রোহের দিন বিডিআরের পোশাক পরিহিত কিছু অচেনা লোককে দরবার হলের চতুষ্পার্শ্বে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে দেখা যায়। আবার কারও কারও ধারণা, এ ঘটনায় পাকিস্তানের আইএসআই জড়িত ছিল। এ দুটি ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত সঠিক তথ্যটি উদ্‌ঘাটন করা আবশ্যক। তবে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ সকালে বিদ্রোহ শুরুর পরপরই কিছু বিদ্রোহী সৈনিক র‍্যাব (RAB) থেকে সদ্য বিডিআর-এ বদলিকৃত কর্নেল গুলজারকে খুঁজছিল বলে পরবর্তীতে জানা যায়। র‍্যাব এর গোয়েন্দা প্রধান হিসেবে তিনি জঙ্গি দমনে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের সাথে জঙ্গি সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে। আর তাদের সাথে তাদের মদতদাতা দেশি-বিদেশি শক্তি জড়িত থাকা অস্বাভাবিক নয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মঈন ইউ

আহমেদ বিদ্রোহীদের প্রধান টার্গেট ছিলেন বলেও বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এ বিদ্রোহ ও হত্যাকাণ্ডের কারণসমূহ একটি ভিন্ন অধ্যায়ে আরও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

বিদ্রোহ পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্যায়ে গোয়েন্দা ব্যর্থতা, শেষদিকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হয়েও যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়ায় বিষয়টি তেমন উচ্চারিত নয়। অথচ এ বিদ্রোহ সম্পর্কে জানার পরপরই সেনা সদরের নির্দেশে ৪৬ পদাতিক ব্রিগেড কর্তৃক গৃহীত ত্বরিত কার্যব্যবস্থা সত্ত্বেও এ নিয়ে বিস্তর ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে। বিশেষত সেনাবাহিনীর অধিকাংশ তরুণ অফিসারের মধ্যে একটি ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, সেনাবাহিনী সময়মতো ব্যবস্থা নিলে হত্যাযজ্ঞের ভয়াবহতা হ্রাস এবং নিহত অফিসারদের রক্ষা করা যেত। বিষয়টি যথাযথ গুরুত্বের সাথে বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে, ফলে সেনা সদরের পক্ষে এর চাইতে দ্রুত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া কেন সম্ভব ছিল না, সে বিষয়টিও সকলের নিকট পরিষ্কার হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বিদ্রোহের শুরুর দিকে মিডিয়ার ভূমিকা বিশেষত ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় বিদ্রোহীদের অভিযোগ ও দাবিসমূহের সহানুভূতিশীল উপস্থাপন ছিল বিদ্রোহে আগুনে ঘৃতাহুতি। তাদের প্রচারণা পিলখানায় বিদ্রোহীদের তাণ্ডব বৃদ্ধি করতে ও ঢাকার বাইরের বিভিন্ন বিডিআর ইউনিট ও বিওপি-তে বিদ্রোহ ছড়িয়ে দিতে সহায়ক হয়। কিছু বুদ্ধিজীবী এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাকর্মীও এক্ষেত্রে একটি নেতিবাচক ভূমিকা রাখেন। এর মাশুল গুনতে হয় নিরপরাধ অনেক পরিবারকে। তারা পরিবারের প্রধানসহ সর্বস্ব হারানোর বেদনার পাশাপাশি সামাজিকভাবেও অসম্মানিত হন, হেয় প্রতিপন্ন হন। কিন্তু এজন্য দায়ী ব্যক্তিদের কোনো জবাবদিহি করতে হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

পিলখানার হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে জানার পর সেনাবাহিনীতে বিষাদের কালো ছায়া নেমে আসে। অফিসারদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে রেখে শান্তি বজায় রাখা চ্যালেঞ্জ হয়ে



দাঁড়ায়। অন্যদিকে বিভিন্ন বিওপি ও বিডিআর ইউনিটে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, ধ্বংসপ্রাপ্ত পিলখানার মৃত্যুপুরীতে কাজের পরিবেশ ফিরিয়ে আনা, ফেলে যাওয়া ও হারিয়ে যাওয়া অস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধার, পলায়নকারী বিদ্রোহীদের আটক করাসহ নানাবিধ পর্বত-সমান সমস্যার সম্মুখীন হই আমরা। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমার পাশে এসে দাঁড়ায় কিছু সিনিয়র অফিসার। তাঁদের মধ্যে লে. জেনারেল জাহাঙ্গীর, লে. জেনারেল সিনা ইবনে জামালী, মেজর জেনারেল অনুপ কুমার চাকমা ও ডিভিশন কন্ডারগণের আন্তরিক প্রচেষ্টার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সেনাকুঞ্জে আগমন ও অফিসারদের উদ্দেশে বক্তব্য প্রদানও পরিস্থিতি সামলে নিতে সহায়ক হয়।

নজিরবিহীন নৃশংস ঘটনার ও তৎপরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে আমি এতটাই মর্মাহত ও বেদনাক্লিষ্ট ছিলাম যে, এ নিয়ে কিছু বলা বা লেখার কোনো অভিপ্রায় আমার ছিল না। তবে হত্যাযজ্ঞ নিয়ে বিভিন্ন সময় অনেক ব্যক্তি অনেক লেখালেখি করেছেন, যাদের সেনাবাহিনী ও বিডিআর সম্পর্কে ধারণা খুবই অপ্রতুল। ফলে তাদের বিশ্লেষণও যথার্থ বলে আমার মনে হয়নি। এছাড়া কিছু সাংবাদিক অসৎ উদ্দেশ্যে অসত্য তথ্য পরিবেশন করে দেশের জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে। অজ্ঞতাবশত অথবা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁরা তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনা না করার জন্য সেনাবাহিনীকে দোষারোপ করেছেন। এসব কারণে শেষ পর্যন্ত আমি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করি। বিদ্রোহ ও তৎপরবর্তী কর্মকাণ্ড, ঘটনা-রটনা ইত্যাদি সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি, তা দেশবাসী, বিশেষত সেনাসদস্যদের জানানো উচিত বলে মনে করি। আশা করি, বইটি মনোযোগ সহকারে পড়লে অনেক বিষয়ে বিভ্রান্তি দূর হবে। আমার জানার বাইরে কিছু ঘটে থাকলে সেটি ভিন্ন কথা। কিন্তু এখানে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ভুল বা অসত্য তথ্য প্রদান করা হয়নি। কারণ আমার কোনো রাজনৈতিক অভিলাষ নেই অথবা নতুনভাবে পাওয়া-না-পাওয়ার কিছু নেই। তথাপি অনিচ্ছাকৃত কোনো ভুল থাকলে সম্মানিত পাঠকগণ তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশা রাখি।